কালের কণ্ঠ

তারিখ ....14. SEP. 2015..
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সক্ষমতা বেশি’

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেদিক থেকে অনেক স্বাধীন। তারা নিজেদের মতো করে শিক্ষার্থীদের ওপর টিউশন ফি আরোপ করতে পারে। আবার ইচ্ছামতো ব্যয়ও করতে পারে। তবে এটার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলা দরকার ছিল তাদের, যা তারা করে না। আবার এসব দেখারও যেন কেউ নেই

আবুল কাসেম ফজলুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

‘সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সক্ষমতা বা স্বাধীনতা নেই। সরকারিভাবে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা খুবই অপ্রতুল এবং খরচও করতে হয় নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেদিক থেকে অনেক স্বাধীন। তারা নিজেদের মতো করে শিক্ষার্থীদের ওপর টিউশন ফি আরোপ করতে পারে। আবার ইচ্ছামতো ব্যয়ও করতে পারে। তবে এটার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলা দরকার ছিল তাদের, যা তারা করে না। আবার এসব দেখারও যেন কেউ নেই।’ এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক।

শনিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো নিউজ অ্যান্ড ভিউজে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক সাংবাদিক শ্যামল দত্ত।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আরো বলেন, ‘ঢাকা শহরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কেউ বলে ৫৪, আবার কেউ বলে ৫৬। তবে এত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেওয়া ঠিক হয়নি। আর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলন চলছে, তা বন্ধে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি দিলে হবে না।’ তিনি শিক্ষা খাতের চলমান সমস্যা নিরসনের জন্য সরকারকে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘এত দিন ধরে আন্দোলন চলছে এ নিয়ে সরকার কেন আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে না?’

সাংবাদিক শ্যামল দত্ত বলেন, ‘গত কয়েক দিনে ছাত্ররা তো আন্দোলন করছেই, পৃথক দাবিতে কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা। নতুন বেতন স্কেলকে কেন্দ্র করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন। এখন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অস্থিরতা শুরু হয়েছে। এতে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বছরের শেষ দিকে এসে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটছে।’

তিনি বলেন, ‘সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একটি সমাধানের দিকে যাবে। কারণ এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অচল করে শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।’

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট আরোপ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘গণতান্ত্রিক সমাজে আলাপ-আলোচনা করে এটা করা উচিত ছিল। এটা চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক নয়। এখন সরকারের উচিত হবে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার নিরসন করা। না হলে শিক্ষার্থীদের আরো ক্ষতি হবে।’

এ পর্যায়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, ‘শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত সোমবার মন্ত্রিসভায় নতুন বেতন স্কেল অনুমোদন হওয়ার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আলোচনা করা হয়নি। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের আগে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলেও সে অনুযায়ী কাজ হয়নি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান দুজনই বিদেশে অবস্থান করছেন। ফলে এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষক সংগঠন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এ নিয়ে কোনো কথাও হয়নি।’

সাংবাদিক শ্যামল দত্ত বলেন, ‘গত কয়েক বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের কোনো আন্দোলন হয়নি। ফলে সেখানে সেশনজট কমে একটা ধারাবাহিকতা তৈরি হচ্ছিল। এখন বেতন ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে গত মে মাস থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনে সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই সমস্যা দুটি সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়লে তা জাতির জন্য শুভকর হবে না। প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছেও বিষয়টি তুলে সমাধানে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। এ নিয়ে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই।’